সকালবেলার কুঁড়ি আমার

রবীন্দ্রনাথ ও শৈশব ভাবনা

ড. বনবাণী ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

ডঃ বনবাণী ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশু সাহিত্যের উপর একটি নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। বনবাণীর অনেক লেখা আমি আগে পড়েছি, নানা বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ তিনি দীর্ঘদিন লিখে আসছেন, বিশেষত গণশক্তি একসাথে ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায়। তবু মনে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বিষয়ে আবার নতুন করে ভাবার কি কিছু আছে, বা এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় গবেষণায় এ বিষয়টি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি? যাঁদের মনে এই প্রশ্নটি উঠবে তাঁদের আমি বলি, লেখা বা ভাববার জন্য কোনও বিষয় কখনও চিরকালের মতো ফুরিয়ে যায় না। প্রথমত অনেক সময় তার সবগুলি পার্শ্বের বা কোণের বিচার হয় না, কখনও আবার সে বিষয় সম্বন্ধে নতুন সংবাদ আবিষ্কৃত হয়, কখনও তা বিচারে নতুন তত্ত্ব এসে হাজির হয়, কখনও ঐতিহাসিক প্রতিবেশের পরিবর্তন বিষয়টিকে নতুনভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসে। তার উপর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার ও অভিমুখের বিপুল পার্থক্য হয়। বনবাণীর ক্ষেত্রে শেষ দাবিটি শক্তিশালী হয়ে এ বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লোকসাহিত্য থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক পরিক্রমার পর রবীন্দ্রনাথে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর রচিত শিশু সাহিত্যের একটি চমৎকার পরিক্রমা এবং অন্তর্বীক্ষণ করেছেন। তাঁর বিচার ও বিশ্লেষণ আমার কাছে যেমন সংগত ও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে, বিষয়টির প্রতি তাঁর ভালবাসাও যা প্রতিটি গবেষণার প্রাণ বলে আমার মনে হয়—আমাকে মুগ্ধ করেছে। শিশু যেখানে রচনার বিষয় এবং শিশু যেখানে রচনার লক্ষ্য বা পাঠক—এই দুটি দিকেই তাঁর দৃষ্টি পরিচালিত হয়েছে। আবার শিশু যেখানে অনুপস্থিত, সেই সন্তানহীনতার ঘটনাও যে বড়দের জীবনকে জটিল করে তোলে, তার তাৎপর্যও তার আলোচনায় উপেক্ষিত হয়নি।

তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশু রচনা তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় কম বা সংকীর্ণ। এই সিদ্ধান্ত একদিক থেকে ঠিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের নানা দিকে নানাভাবে এত অজস্রভাবে দিয়েছেন যে তাঁর এই 'অনুদারতা' ক্ষমা করাই উচিত বলে মনে হয়। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিশুদের জন্য যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, তাকে তাঁর শিশুমুখী প্রকল্পের আর একটি প্রকাশ, আর একটি অভাবনীয় রচনা বলে স্বীকার করতেই হবে।

আমি ডঃ বনবাণী ভট্টাচার্য্যর এই বইটি পড়ে উপকৃত হয়েছি। আশা করি পাঠকও এরই থেকে চিন্তা ও আনন্দের অনেক রসদ খুঁজে পাবেন।

(পবিত্র সরকার)

২৫ শ্রাবণ, ১৪২৮

সেঁজুতি

২১ কেন্দুয়া মেন রোড

কলকাতা-৭০০ ০৮৪

কিছুকথা

বছর চারেক আগে ভাবনাটা এসেছিল। একটু-আধটু ভাবনা-চিন্তা বইপত্র খোঁজারও চেষ্টা করি। বাংলা-অ্যাকাডেমিতে সন্ধান করে একটা সূত্র পাই। সাহায্য করেছিল আমার অনুজসম প্রিয় সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এগোতে সাহসে কুলোচ্ছিল না।

২০১৭ সালে দে'জ পাবলিশার্স থেকে একখানি বই সংগ্রহ করি। নিজের অসুস্থতা, অন্যান্য ব্যস্ততায়, সেই বইটিরও স্বাদ গ্রহণ করতে দেরী হয়ে যায় অনেকটাই। দ্বিধা কাটিয়ে ২০১৯ এর মাঝামাঝি সময় থেকে অক্ষর সাজাতে শুরু করেছিলাম—অবশ্যই ধারাবাহিক নয়। অন্যান্য লেখালেখির সাথে সময় সুযোগ মতো দু একপাতা করে লিখছিলাম। শেষও করতে পারলাম। শেষ হল, পৃথিবীর এক নিদারুণ দুঃসময় ২৪শে মার্চ, ২০২০-তে। করোনা অতিমারীতে সারা বিশ্ব আক্রান্ত—আক্রান্ত প্রাণ, আক্রান্ত মানুষের রুটি-রুজি। বই পাড়াগুলি নিস্তব্ধ নিঃসার। চলছে মৃত্যু-উপত্যকায় দাঁড়িয়ে প্রাণের লড়াই। প্রাণ তো অবিনাশী—দুর্যোগের মেঘের আড়াল থেকে নিত্যের জ্যোতি তো একদিন দেখা দেবেই। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের অপেক্ষার মুখে বুকের মধ্যে এক বলিষ্ঠ আশা উঁকি দেয়—করোনা-মুক্ত পৃথিবীতে হয়তো 'সকালবেলার কুঁড়ি আমার ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

উৎসাহদাতাদের মধ্যে প্রথম যার নাম করতে হয়, সে আমার একান্ত স্নেহের অভিভাবক ডঃ শুভাশিস্ প্রধান। আমার মেয়ে ডঃ লিরিক ব্যানার্জীর, তাগিদ আমাকে ক্রমশঃ ঠেলে দিয়েছে পথের শেষ প্রান্তে।

প্রকাশক, মুদ্রাকর, সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা যুক্ত না হলে, এই লেখাটুকু হয়তো কখনই সূর্যের আলো দেখতে পেত না। তাদের প্রতি আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রচ্ছদ শিল্পী, কবি ও চিত্রকর, স্নেহভাজন শ্যামল জানার দাক্ষিণ্য-ওজনের চেষ্টার সাধ্য নেই, তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের আন্তরিক শুভেচ্ছাটুকুই জানাই।

একান্ত শুভেচ্ছা রইল অলঙ্করণের শিল্পী সৈকত ভট্টাচার্য্য এবং নানা পরামর্শের ভাণ্ডারী ডাঃ গৌরবদীপ ভট্টাচার্য্য ও বাচিক শিল্পী তাপস রায়ের জন্যে।

আজকের মতো মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনে, শিষ্ট কথায়, সুভদ্র আচরণে এবং মুক্ত মনে ভাষা ও সাহিত্যে নিজেই যিনি একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন, তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ পবিত্র সরকার। আমার মতো একজন নগণ্যের অসঙ্গত দুঃসাহসী এই প্রয়াসকে উপেক্ষা না করে, তাঁর শ্রম ও যত্ন-লালিত ভূমিকা, বইটির প্রারম্ভে থাকায় আমি একান্তই অশ্রু-বিহ্বল। কবির কাছে পবিত্রদার প্রার্থনা—"আমার মাথায় রাখো হাত/তুমি হে রবীন্দ্রনাথ।" তাঁর কাছেই আমার আকুতি এরকমই। পবিত্রদার মতো এক বিশাল, বিদগ্ধ মানুষের কাছে এইটুকু চাইবার অধিকার লাভ করায়, আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমার সমস্ত প্রয়াসের নেপথ্যে আমার দাদা, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য সহ সব অআত্মজনেরা আছেনই, বিশেষতঃ আমার মণিদি, রমলা চক্রবর্তী, চিরকালই আমার 'মুশকিল আসান'—এই বইয়ের ক্ষেত্রেও সে একই ভূমিকায়।

এই বইয়ের প্রতি আমার সন্তানসমান নবীন প্রজন্মের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ও মনোযোগ আমাকে ধন্য করবে। শিশু-কিশোরদের অভিভাবকরা যদি বইটির প্রতি দিক্‌পাত করেন আমার সকৃতজ্ঞ-উচ্ছ্বাস ছাড়িয়ে যাবে সব সীমানা।

বইটির রচনা-শৈলীর তিনটি বিষয়ের দিকে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ ছড়া বা কবিতার কোথাও কোথাও যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মনোযাগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, বিষয়ের পুনরুল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্লেষণের নয়।

দ্বিতীয়তঃ কবির ছড়া-কবিতা বা বিভিন্ন রচনাংশ, যা বইয়ের দোকানে সহজেই পাওয়া যায়, তারও টুকরো টুকরোর যথাযথ উপস্থাপনা হয়েছে, বৈষয়িক-বুদ্ধি যা অনুমোদন করে না কলেবর বৃদ্ধির সমস্যার কারণে। কিন্তু এদের সাথে যাদের তেমন পরিচয় ঘটেনি, তাদের চোখের সামনে তা থাকলে, সমস্ত বিষয়টির উপভোগ অনেকটাই অবাধ হয়ে ওঠে।

সর্বশেষ কারণটি একেবারেই আবেগ-সঞ্জাত। ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা থেকে শুরু করে-লিপিকা-ছেলেবেলা কি জীবনস্মৃতি বা ডাকঘর সহ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকের কিছু কিছু বক্তব্য হুবহু তুলে ধরার লোভ সামলানো যায়নি। যাদের এই রস সমুদ্র মন্থন করার সুযোগ হয়নি তাদের প্রকৃত অমৃতের স্বাদ

গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করার অনুতাপের যন্ত্রণা না পাওয়া, এর প্রধান লক্ষ্য। যে অপূর্ব ব্যঞ্জনা-আবেগ ও যুক্তিময়তা ঐসব উপস্থাপনায় আছে, তার প্রতি সুবিচার করার যোগ্যতা লেখিকার যে আছেই, এমন আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব যে নেই, হলপ করে তা বলা যায় না।

বিশ্বকবির মনলোক সন্ধান করার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা। সে পথে পা বাড়াইনি। শিশু-শিশু ভোলানাথ-ছড়ার ছবি-গল্পস্বল্প-সে ডাকঘরে, তাঁর গুচ্ছ গুচ্ছ গল্পে, রবীন্দ্রনাথের যে শৈশব-চিন্তাটুকু, আমার মতো করে ধরতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়েছে, তাকেই প্রকাশ করার বিনম্র প্রয়াস—"সকালবেলার কুঁড়ি আমার।" কবির শৈশব ভাবনার সন্ধান করেছি প্রায় এক চিহ্নহীন পথে। যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা যে তেমন করে, নির্ভার, সরল সহজ করে উপস্থিত করা গেছে, যা শিশু-কিশোর মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে, এমন অবিনীত দাবি অসম্ভব—তবুও আন্তরিক চেষ্টাটা মিথ্যে নয়। চেষ্টা হয়েছে, সব বয়সের পাঠকের আগ্রহের সমন্বয় করার।

আজকের পাতাল-গামী স্বার্থান্ধ-লোভী-প্রেমহীন-স্নেহহীন-ছায়াহীন পৃথিবীতে, রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য এক সঞ্জীবনী-সুধা। মনের দৈন্যে রুক্ষ-পীড়ীত-ন্যুব্জ-কুণ্ঠিত আমার সকালবেলার কুঁড়িদের হাতে যদি অর্বাচীনের এই শ্রমটুকু পৌঁছে যায়, তাহলে হয়তো বিশ্বকবির শিশু-সাহিত্যের সুধা-ভাণ্ড থেকে অমৃত গ্রহণের প্রয়াসটুকু তারা নেবে। আর তাহলে, মনের মৃত্যুর নারকীয় উৎসবে মেতে ওঠার দরজাটা তারা নিজেরাই বন্ধ করে দেবে—জেগে উঠবে প্রতিদিনের মরণ থেকে—থামিয়ে দিতে পারবে সকালবেলার আলোয় বেজে ওঠা বিদায় ব্যথার ভৈরবী।

অবনতা
বনবাণী ভট্টাচার্য্য

ভুবন মেখলা,
এইচ, বি-১০১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০১০৬
২৪শে মার্চ, ২০২০

সূ চি প ত্র

কথা-মুখ	১৩
শিশু মনের সন্ধানে	১৫
লোকসাহিত্যের অঙ্গনে	২৯
আস্ত-জগতের ভাঙা টুকরোগুলি	৪০
‘গ্রেট বয়’দের ইচ্ছামতি	৫৪
হৃদয় দিয়ে দেখা	৬৭
সমাদৃত শৈশব	৭৫
কুণ্ঠিত শৈশব	৮৩
মন দিয়ে ঘেরা জগৎ	১০৩
বিরল সেই শিশু কন্যারা	১২১
শিশু ও প্রকৃতি	১৩৪
বিচ্ছেদ ব্যথায়	১৪৪
দর্পণে বিম্বিত রবীন্দ্রনাথ	১৫৫
খ্যাপামির তালে তালে	১৭১
রূপকথার রঙে রঙে	১৮৫

উদ্ভুতুরে ২০১
বেখাপ্পাদের ভিড়ে ২১০
ছন্দ-ভাঙার ছন্দ ২১৮
আর এক হ য ব র ল ২২১
অসম্ভবের কারিগরি ২৩০
রাবীন্দ্রিকতায় সমুজ্জ্বল ২৩৭
আরো সত্যের নাগাল পেতে ২৪৮
শৈশব-কাঙাল ২৫৪
ডুবি অমৃত-পাথারে ২৬৭

কথামুখ

যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সাহিত্য কণামাত্রও পাঠ করেননি, শুধু শুনে শুনে অনুভবে পেয়েছেন, তাঁদের যাপনেও রবীন্দ্রনাথ জল-আলো-হাওয়ার মতনই আবশ্যিক—না হলে নয়। "পৃথিবীর পূর্ণতম মানবরূপে সমগ্র অতীতের পাদপীঠতলে ভর করে অনাগত ভবিষ্যতের ক্রমায়ত পরিধির দিকে মাথা তুলে অনন্তকালের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ।" দাঁড়িয়ে আছেন কলোসাসের মতো বিশাল-বিপুল রবীন্দ্রনাথ, অখণ্ড অতীত আর অনাগত ভবিষ্যতের সীমাহীন বিস্তৃতিতে। অনন্ত সাগরের এক অঞ্জলি জল, তার সমগ্রতায় যেমন একটি বিন্দুরও তাৎপর্য হয়তো বহন করে না—তেমনি মেটাতেও পারে না আর্তের তৃষ্ণাটুকুও। কিন্তু রবীন্দ্র-সৃষ্টিলোকের আলোক-বিন্দুসম একটি কণা-ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ করে আলোক বিচ্ছুরিত। তাই, আলোর তৃষ্ণা যাদের, তাদের বারে বারে, ফিরে ফিরে, ফিরে যেতে হয়, তাঁর সৃষ্টির ভুবনে। তাঁর সৃজনে চরিত্র চিত্রণ হয়েছে মহাকাব্যিক ব্যাপকতায়। মহাভারতে যত সংখ্যক, তত হয়তো নয়, কিন্তু যত বিচিত্র চরিত্র দেখা গিয়েছে, রবীন্দ্র সৃষ্টিতে তার অনুবর্তন শুধু নয়—চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে হয়তো বা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অথচ বিশাল এই রবীন্দ্র-ভুবনে শৈশবের তেমন যেন সরব ও বহুল উপস্থিত নেই। উইংসের আড়ালে আবডালে কখনও কখনও দৃশ্যমান। শৈশব যেন কিছুটা অনাদৃত—হয়তো বা উপেক্ষিত। সে কি কবির অনবধানে, নাকি একান্ত সতর্কতায়? উত্তর তো কবি নিজে আর তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা। নাকি সেই যুগ-প্রভাব, যে কালে শিশুর অস্তিত্ব ছিল অনস্তিত্বের সামিল? যে দুঃসহকাল যাপন করেছেন কবি নিজে, তাঁর নিজের শৈশবে? হয়তো কবির সেই নিঃসঙ্গ শিশুকাল কবির মহাজীবনে ঘন ছায়াপাত করেছে। আর অস্ফুট অবোধ শৈশব বিশ্ববন্দিত কবির দৃষ্টি ও সময় কেড়ে নিয়ে কবিকে দিয়ে রচনা করিয়ে নিয়েছে নিজের জোরে, 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'ছড়া ছবি', 'সহজ পাঠ', 'ডাকঘর'-এর মতন শৈশবের বিচিত্রলোক।

সত্যিই কি বিশ্ব-শিশু সাহিত্যে, অ্যান্ডারসন কি ল্যুইস্ ক্যারোল না হয়েও কালজয়ী এই লেখাগুলি, রবীন্দ্রনাথের একান্ত করুণা বশে? যেমন করে ভারতের এবং অবশ্যই বাংলার শিশু সাহিত্য জগৎ গড়ে উঠেছে? শিশুদের সম্পর্কে এখনও, রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রযুগেও প্রধান ধারণা ছিল যে ওরা একেবারেই অবোধ-অনভিজ্ঞ, যেমন করে হোক ওদের জন্য লিখলেই হল—তার জন্য চিন্তাভাবনা করার দরকার নেই—কল্পনার ডানায় ভর না করলেও চলে—দরকার নেই অতীত ঘাঁটার। প্রয়োজন নেই অধ্যয়ন-অধ্যাবসায়েরও। শিশু অনুরাগের বদলে, অনুগ্রহ থেকে যা সঞ্জাত, তা চরিত্রে ও শ্রীতে উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষমতা রাখে না—রাখেওনি।

বাংলা শিশু সাহিত্যের এই দৈন্য, এই মরুটান বিচিত্র মনীষার অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছে। প্রতিকার হীন পরাভবকে কবি কখনও মান্যতা দেননি। শিশু সাহিত্য প্রসঙ্গেও না।

রবীন্দ্র পরিক্রমায় দেখা যায়, তাঁর সৃষ্টির বিশ্বে শিশু-লোক লালিত হয়েছে বড় আদরে-সোহাগে, অনেক যত্নে ও সাবধানে, একান্ত সংবেদনায় ও সম্মানে। তাই, দীনহীন বাংলা শিশু-সাহিত্যের সর্বাঙ্গে আজ রাজবেশে—রাজাধিরাজের অকৃপণ দানে তার দৈন্য গেছে ঘুচে।

শিশু মনের সন্ধানে

১৯০৩ সালে 'শিশু' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের রাজ্যে অভিষেক। সৃজনের কাজ শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগেই। তা বলে বাংলা সাহিত্যে, শৈশবের পদার্পণ 'শিশু' নিয়েই নয়। ১৮৯৯ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বাংলার শিশু সাহিত্যে নান্দিমুখ ঘটিয়েছে বললে খুব কিছু বাড়িয়ে বলা বোধহয় না।

তবে, শুরুরও শুরু থাকে যেমন, তেমনি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের খুকুমণির ছড়ার পূর্বসূরী তাঁরই হাসি ও খেলা (১৮৯১)। এরও আগে শিশুদের আনন্দ-উপযোগী কোন আয়োজনই ছিল না, এমনটা বলা সত্যের অপলাপ, তাতে শিশু-মনোরঞ্জনের উপকরণ থাক বা না থাক। স্কুলবুক সোসাইটির বদান্যতায় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদেশী শিশু সাহিত্যের অনুবাদ বা ভাবানুবাদগুলি তখন প্রকাশিত হয়েছে। ভারনাকুলার লিটারেচার সোসাইটি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের তর্জমা করা শিশু সাহিত্যের রাজাধিরাজ হ্যান্স অ্যান্ডারসনের জীবিতকালেই, কুৎসিত হংসশাবক, মৎসনারীর উপখ্যান, হংসরূপী রাজপুত্র, চকমকি বাক্স ও অপূর্ব যন্ত্র প্রভৃতি অসাধারণ রূপকথার গল্পগুলোর প্রকাশ করে। বাকী যা সেই সময়ের ফসল, তা মূলতঃ শিশু সাহিত্যের আবরণে হিতোপদেশ ও নীতিকথার সমাহার। কিছু হয়তো অনুবাদ, কিছু রূপান্তরিত। পঞ্চতন্ত্র-ঈশপের কথামালা-নীতিগল্প ইত্যাদি, উপাদানে তথ্যভারাবনত, উপদেশ-নির্দেশ ও নীতির প্রাবল্যে পূর্ণ এবং পরিবেশনের ঢঙে পাণ্ডিত্যের ছাপ তাতে ছিল স্পষ্ট। ফলে, মালমশলায় ও আকৃতিতে চিত্ত আকর্ষণের থেকে বিকর্ষণের প্রবণতাই প্রধান, মনোবিকলন না ঘটলেও চিত্ত বিনোদনের সম্ভার নিতান্তই নগণ্য। যে মহাকবির মেঘনাদ বধ কাব্য এক অনন্য সৃষ্টি, ইংরেজী ভাষায় অতুলনীয় দক্ষতা যাঁর, যিনি Captive Lady লেখার দুঃসাহসী প্রয়াস গ্রহণ করেছেন, সেই মাইকেল মধুসূদন দত্তর অনূদিত লা ফঁতেনের নীতি কাহিনী শিশুমনের ঠিকানায় পৌঁছতে সমর্থ হয়নি।